27/1/84
4 7

গণসাক্ষরতা পরিদফতর হবেঃশাহআজিজ

১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশের সকল নিরক্ষর ব্যক্তিকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান।

নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি জানান।

বাসসর খবরে বলা হয় গতকাল সকালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোতে অনুষ্ঠিত এডিসি (গণসাক্ষরতা) সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন।

শিক্ষা দফতরের যুগ্ম সচিবকে সমন্বয়কারী করে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সকল এডিসির (গণসাক্ষরতা) প্রতি কেন্দ্রীয় সেলে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে এগুলো প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শাহ আজিজ

(১-এর পৃঃ পর)

পাঠানো হবে।

সারা দেশে কার্যরত দেড় লাখ গণসাক্ষরতা স্কোয়াডের কাছে ন' লাখ প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, এ পর্যন্ত তিন লাখ ৯২ হাজার শিক্ষক ৫৮ লাখ শিক্ষার্থীকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিচ্ছেন। এদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন মহিলা।

গ্রামরক্ষী বাহিনীর ২০ হাজার সদস্য এক লাখ সহকর্মীকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

শাহ আজিজুর রহমান বলেন, স্কুল পাঠ্য হিসাবে আগামী বছর থেকে (নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য) ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হচ্ছে। উৎসাহ দেয়ার জন্য এসএসসি, কামেল, ফাজেল ও আলেম পরীক্ষায় ৫০ মার্ক অতিরিক্ত দেয়া হবে।

তিনি বলেন, বেসরকারী স্কুল গুলোকে বলা হয়েছে যে তারা গণসাক্ষরতায় অংশগ্রহণ করলে তাদের সরকারী সাহায্য ও মঞ্জুরী দেয়ার কথা বিবেচনা করে দেখা হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও স্কুলের সার্বিক যোগ্যতা ও উপযুক্ততার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

তিনি বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে চার কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছে।

শাহ আজিজ বলেন, কাজের গতি বাড়ানোর জন্য সকল মন্ত্রণালয়ের থানা পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হচ্ছে। গণসাক্ষরতার জন্য শীগগীরই একটি পৃথক পরিদফতর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ধব

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি গ্রামসরকারে একজন করে সদস্যকে এ কাজের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রতিটি থানায় সার্কেল অফিসাররা সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করছেন। গণসাক্ষরতা অভিযান জোরদার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মচারীকে তাদের নিজ গ্রামে এক মাস কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্য যুব ও মহিলা সংস্থা এবং মসজিদের ইমামদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতি মাসে এডিসিদের (গণসাক্ষরতা) বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।